গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৪

স্মারক নং-৪২.০৩৭.০২৮.০০.০০.০১১২.২০১০-৩৬৭ তারিখঃ ০৯-০৬-২০১১খ্রিঃ
২৬-০২-১৪১৮বঃ

বিষয়ঃ ২২ মে ২০১১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৩তম সভার কার্যবিবরণী।

বিগত ২২ মে ২০১১ রোজ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির আহবায়ক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রমেশ চন্দ্র সেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীসহ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও ওয়ারপোর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী কমিটির উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

২.০ **জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনডব্লিউআরসি) ১২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন**

২.১ আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান।

২.২ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী শাসন আমলে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ প্রণীত হয়। প্রণীত নীতির আলোকে ১৯৯৮-২০০১ মেয়াদকালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি-২০০১) প্রণীত হয়। পরিকল্পনাটি জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১২তম সভায় আলোচনান্তে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। এর অনুবৃত্তিক্রমে ৩১ মার্চ ২০০৪ তারিখে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ কর্তৃক উক্ত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। তিনি জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেন।

২.৩ ইসিএনডব্লিউআরসির ১২তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

২.৩.১ খসড়া জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা টি (৫খন্ডে) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

২.৩.২ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এর প্রস্তাবিত স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম (প্রথম বর্ষ হতে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত) অতিশীঘ্র বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

২.৩.৩ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-এ যে সকল বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা (Knowledge gap) রয়েছে সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে ওয়ারপো সমীক্ষা কাজ হাতে নিবে এবং আগামী ২/৩ বৎসরের মধ্যে তা সমাপ্ত করবে। বিশেষতঃ নিম্নোক্ত সমীক্ষাসমূহ অগ্রাধিকার পাবে ঃ

ক) গুণগত ও পরিমানগত দিক থেকে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপন;
খ) নদী ভাংগন সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপন;

গ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড যৌথ উদ্যোগে জলাভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

২.৩.৪ আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প সম্বন্ধে স্থানীয় সরকার বিভাগ সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবে।

২.৩.৫ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-২০০১ এর হালনাগাদকরণের (updating) সময় পানি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টে উল্লেখিত সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণসমূহ বিবেচনায় আনয়ন।

২.৩.৬ ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব জরুরী ভিত্তিতে নিরূপনের জন্য একটি সমীক্ষা কাজ অবিলম্বে গ্রহণ।

২.৪ ইসিএনডব্লিউআরসি এর পূববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেন যে, বিগত ২০০১ সালে প্রণীত ও ২০০৪ সালে অনুমোদিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) স্বল্প মেয়াদের (প্রথম ৫ বছর) জন্য কার্যক্রম নির্ধারিত ছিল। উত্থাপিত কার্যপত্রে - কার্যক্রমের বাস্তবায়ন বিষয়ে পরিষ্কার তথ্য উপস্থাপন করা হয় নাই। সরকারের কার্যক্রম একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তিনি উল্লেখ করেন যে, এ সময়ে ৩টি সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। ভিন্ন দলের সরকার হলেও সরকারী কার্যক্রমে একটি ধারাবাহিকতা থাকে। এমতাবস্থায় বিগত ৭-৮ বৎসরে পরিকল্পিত কার্যক্রমের কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তার একটি কালানুক্রমিক বিষদ পর্যালোচনা থাকা প্রয়োজন।

২.৫ মাননীয় কৃষি মন্ত্রী দেশের ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি নিরুপন হয়েছে কিনা তা জানতে চান। এ বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব উল্লেখ করেন যে, প্রাথমিকভাবে আইডব্লিউএম এর সহায়তায় ভূ-গর্ভস্থ পানি নিরূপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের সদস্য উল্লেখ করেন যে, ওয়ারপো দেশের পানি সম্পদ (ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ) এর বিশ্লেষণ ও প্রাপ্যতা নিরূপনের বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা। ওয়ারপো এর মাধ্যমেই এসংক্রান্ত কার্যাদি বাস্তবায়ন হওয়া সমীচিন।

২.৬ নদী ভাংগন সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপন প্রসঙ্গে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, বিগত সরকারের আমলে এ বিষয়ে তেমন অগ্রগতি হয় নাই। বর্তমান সরকার এডিবি সাহায্যপুষ্ট যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (২০০৯-২০১০), পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং, বাংলাদেশ (২০১০-২০১২) এবং নদী/চ্যানেল বান্ডেলিং পদ্ধতিতে নদী তীর সংরক্ষণের উপর গবেষণা (২০১১-২০১৩) শীর্ষক বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ সকল প্রকল্প দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ, নদী খনন তথা নদী ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি সাধিত হবে।

২.৭ হাওর ও জলাভূমির সাথে নদ-নদীর বিচ্ছিন্ন সংযোগ পূনঃস্থাপনের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে; কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের-এ প্রশ্নের উত্তরে সদস্য, যৌথ নদী কমিশন বলেন, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মহাপরিকল্পনার আওতায় এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

২.৮ আর্সেনিক বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনায় মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আর্সেনিকের উপস্থিতি সনাক্ত করা হয়েছে এবং নিরাপদ নয় এমন নলকূপ চিহ্নিত করা হয়েছে বটে, কিন্তু আর্সেনিক প্রতিরোধ কার্যক্রম কতটুকু গ্রহন করা হয়েছে তার একটি পর্যালোচনা থাকা দরকার। এ প্রসঙ্গে সচিব,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড সমন্বয় করছে।

২.৯ ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগের উপর সমীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর এক প্রশ্নের উত্তরে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, এ বিষয়ে প্রাথমিকভাবে একটি সমীক্ষা ওয়ারপো কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন ভারতের প্রস্তাবিত "আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্প" এর দু'টি কম্পোনেন্ট; একটি পেনিনসুলার কম্পোনেন্ট এবং অন্যটি হিমালয়ান কম্পোনেন্ট। ২ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে ভারতের জাতীয় লোক সভায় ভারতের পানি সম্পদ মন্ত্রীর উদ্বৃতি দিয়ে তিনি বলেন এ মুহূর্তে শুধু পেনিনসুলার কম্পোনেন্ট এর উপর ভারত প্রকল্প গ্রহন করছে বলে জানা গেছে। হিমালয়ান কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নে প্রতিবেশী দেশের সাথে আলোচনা প্রয়োজন এবং এতে বিপুল খরচ সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এ কম্পোনেন্ট এর কোন প্রকল্প ভারত আপাতত: গ্রহন করছে না।

৩.০ খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন ২০১০

৩.১ মাননীয় সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন ২০১০ এর উপর উপস্থাপনার ভূমিকাতে বলেন যে, দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে দেশের পানির চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত পানি ব্যবহারের জন্য পানি দূষণ ও পরিবেশের অবনতি হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি আইন ২০১০ প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ পানি আইন ২০১০ উপস্থাপনের জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক জনাব মোঃ মকবুল হোসেনকে অনুরোধ জানান। মহাপরিচালক, ওয়ারপো পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের সাহায্যে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন ২০১০ এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন পানি আইন প্রনয়নের প্রেক্ষাপট, পানির মালিকানা, পানি বন্টন ও অধিকার, বিদ্যমান পানি সম্পদের আইন সম্মত ব্যবহার, সাধারণ প্রাধিকার, নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ, পানি পরিকল্পনা, পানি ব্যবহারকারী সমিতি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অপরাধ ও শাস্তি, প্রশাসন ও কার্যকরীকরণ ইত্যাদির উপর বিস্তারিত বর্ণনা দেন। উপসংহারে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৯ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পানি নীতিতে পানি আইন প্রণয়নের দিক নির্দেশনা ছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পানি নীতি গ্রহণের পর ইতোমধ্যে একটি যুগ পেরিয়ে গেছে। এ সময়কালে পানি দূষণে পরিবেশের আরো বেশী অবনতি হয়েছে এবং পানি সংকট আরো ঘণীভূত হয়েছে। তিনি যথাশীঘ্র পানি আইন প্রণয়ন ও কার্যকরী করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৪.০ আলোচনা

খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন ২০১০ উপস্থাপনের পর সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগন প্রস্তাবিত আইনটির উপর আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন।

৪.১ মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেন এ আইনে নদী ভরাট, নদী দখল নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নে স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে এমন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও শিল্প উদ্যোক্তা যেমন এফবিসিসিআই এর সাথে আলোচনা করে আইনটি প্রণয়ন করা দরকার। নদীর পানি দূষণ রোধে শিল্পের জন্য এলাকা চিহ্নিতকরণ (zoning) প্রক্রিয়ায় শিল্প উদ্যোক্তাদের মতামত বিবেচনায় নিতে হবে; এ আইনে বাস্তবায়নযোগ্য বিধানগুলিই আইনটিতে অন্তর্ভূক্ত থাকা বাঞ্চনীয়। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেন যে, শিল্পের জন্য এলাকা নির্ধারন (zoning) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এ zoning না থাকায় নদ-নদীর পানি দূষণ নিয়ন্ত্রন সম্ভব হচ্ছে না।

৪.২ নদীতে নূন্যতম প্রবাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী আরও বলেন, দেশের হাওর- বাওড় অঞ্চলে প্রবাহিত পানির সাথে পলি ও বালি দ্বারা নদীগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে আগে যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হত তা আজ আর হয় না। নদ-নদীর পানি প্রবাহে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে।

৪.৩ জনাব ড. নিয়াজ আহমেদ খান, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আইইউসিএন, প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি ব্যাপক ভিত্তিক এবং সার্বিকভাবে একটি বড় মাপের কাজ হয়েছে মর্মে মন্তব্য করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত আইনে কয়েকটি দূর্বলতা রয়েছে। তিনি বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামকে এ আইন থেকে বাদ দেয়া যাবে না। এছাড়া বিদ্যমান বিভিন্ন আইনে পরিবেশ, ভূমি ইত্যাদি বিষয়গুলোর সাথে synergies স্থাপন, দ্বৈততা দূরীকরণ ও সাংঘর্ষিক এমন সকল বিষয়গুলি দূর করতে হবে। এছাড়া আইনে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক মাত্রা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

৪.৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্ন্তভূক্তি ও আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক মাত্রা সংযোজন বিষয়ে জাতীয় পানি নীতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেন যে দেশের পানি ব্যবস্থাপনা ও বাস্তাবায়ন দেশের হাইড্রলজিক্যাল অঞ্চল ভিত্তিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি নির্দিষ্ট হাইড্রলোজিক্যাল অঞ্চলের অর্ন্তভূক্ত। সে অঞ্চলের পানি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার আলোকে প্রস্তাবিত পানি আইনে প্রয়োজনীয় ধারা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ বৃহৎ নদীগুলোর অববাহিকার অংশ বিধায় বেসিন ম্যানেজমেন্ট এর সাথে এ আইনের যোগসূত্র স্থাপন করা যেতে পারে।

৪.৫ মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মত প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত আইনের আওতায় কোন কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের দায়িত্বে থাকবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৪.৬ ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন প্রস্তাবিত আইনের বিভিন্ন ধারাগুলো পরিবেশ আইন ১৯৯৫ এর সাথে সাংঘর্ষিক কিনা কিংবা দ্বৈততা আছে কিনা তা পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে পরিমার্জন করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিদ্যমান আইনের অধীন পরিবেশগত মান বজায় রাখার বিষয়গুলোর জন্য BSTI এর সাথে আলোচনা হতে পারে। তিনি আরও বলেন আইনের বিভিন্ন বিষয়গুলোর যৌক্তিক ধারাক্রমে সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

৪.৭ এ পর্যায়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সচিব প্রস্তাবিত আইনটি যেভাবে আছে সেভাবে মন্ত্রী সভায় নীতিগত অনুমোদনের জন্য পাঠানোর প্রস্তাব করলে ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় মন্ত্রী সভায় পাঠানোর আগে প্রস্তাবিত আইনের কাঠামোগত কিছু পরিমার্জন করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। ডঃ মনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ ও ডীন, পুর কৌশল অনুষদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বলেন যে প্রস্তাবিত আইনটির কিছু কারিগরী বিষয়ে ভাষান্তর পরিমার্জন করা দরকার।

৪.৮ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, উপস্থিত সদস্যদের মতামত অনুযায়ী প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন ২০১০ একটি কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের পর মন্ত্রী সভায় পাঠানোর বিষয়ে সকলের সাথে একমত পোষণ করেন।

৫.০ বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়

৫.১ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১২তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের যে সকল বিষয়াদি পূর্বেকার সরকারের অনীহার কারনে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অর্জিত হয় নাই সে বিষয়গুলোবাদে ১২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হলো।

৫.২ ১২তম সভার যে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে সে বিষয়ে সময় উল্লেখপূর্বক একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন ওয়ারপো প্রণয়ন করবে এবং যে বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয় নাই সে বিষয়ে বাস্তবায়নের জন্য সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৩ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন ২০১০ মন্ত্রী সভার নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে মন্ত্রী সভায় প্রেরণের পূর্বে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো।

(১) মহাপরিচালক, ওয়ারপো - আহবায়ক
(২) প্রফেসর ড. মনোয়ার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম - সদস্য
(৩) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর - সদস্য
(৪) উপ-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় - সদস্য
(৫) জনাব মোঃ তসলীমুল ইসলাম, উপ-সচিব (উঃ- ২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় - সদস্য

৫.৪ কমিটি আগামী ২০ দিনের মধ্যে অন্যান্য আইনের সাথে এ আইনের দ্বৈততা বা সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো পর্যালোচনা, কাঠামোগত সংশোধন ও পরিমার্জন করে আইনটির খসড়া দাখিল করবে।

৬. পরিশেষে মাননীয় সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৮/০৬/২০১১
(রমেশ চন্দ্র সেন)
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
আহবায়ক
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি

স্মারক নং-৪২.০৩৭.০২৮.০০.০০.০১১২.২০১০- ৬৩৭ তারিখঃ ০৯-০৬-২০১১খ্রিঃ
২৬-০২-১৪১৮বঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো ঃ

বিতরনঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সদস্য, (কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, বাড়ী নং-১০৩, রোড নং-১, বনানী, ঢাকা।
৯। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন,বাংলাদেশ, বাড়ী নং- ১৩, সড়ক নং- ৪, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।
১০। ডঃ মোঃ মনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ ও ডীন, পুরকৌশল অনুষদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ও নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম, বাড়ী নং ৪৭৬, সড়ক নং ৩২, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।

১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

১৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

১৫। ডঃ নিয়াজ আহমেদ খান, কান্ট্রি-রিপ্রেজেন্টটেটিভ আই.ইউ.সি.এন,ঢাকা, বাংলাদেশ।

৭/৬/১১

(মোঃ আবু বকর সিদ্দিক মোল্লা)
উপ-সচিব (উন্নয়ন-২)
ফোনঃ ৭১৬৬২৪০।

অনুলিপিঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। উপ-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬। যুগ্ম-সচিব/ যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।